খসড়া

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড আইন, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

যেহেতু কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় অথবা চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুবরণকারী সদস্যের পরিবারের সদস্যগণের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

(১) এই আইন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) বাংলাদেশের সর্বত্র ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) 'অবসরপ্রাপ্ত' অর্থ বাহিনীসমূহের আইন অনুযায়ী চাকরি হইতে অবসরপ্রাপ্ত বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি; তবে বাহিনীসমূহের আইন অনুযায়ী চাকরি হইতে বরখাস্তকৃত বা অপসারণকৃত ব্যক্তি এবং বিমান বাহিনীর ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাজনিত কারণে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(খ) 'অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য' অর্থ সশস্ত্র বাহিনীর চাকরি হইতে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য;

(গ) 'কর্মচারী' অর্থ আইন অনুযায়ী বোর্ডের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ধারা ৭-এর অধীনে নিযুক্ত কর্মচারী;

(ঘ) 'কর্মরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য' অর্থ সশস্ত্র বাহিনীর চাকরিতে কর্মরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য;

(ঙ) 'ধারা' অর্থ এই আইনের কোনো ধারা;

(চ) 'পরিচালক' অর্থ বোর্ডের পরিচালক;

(ছ) 'পরিবারের সদস্য' অর্থ,

(অ) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য পুরুষ হইলে তাঁহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং মহিলা হইলে তাঁহার স্বামী;

(আ) নির্ভরশীল বৈধ সন্তান ও বৈধ দত্তক সন্তান; এবং

(ই) নির্ভরশীল পিতা ও মাতা।

ব্যাখ্যা: এই দফায় স্বামী বা স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে বিবাহ সম্পাদন এবং বৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে সন্তানের জন্মগ্রহণ সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পূর্বে বা পরে উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(জ) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঝ) 'বাহিনী' বা 'সশস্ত্র বাহিনী' অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এবং আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিসেস ও মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবুলারিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঞ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ট) 'বোর্ড' অর্থ ধারা ৩-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড;

(ঠ) 'বোর্ড তহবিল' অর্থ ধারা ১৮-এর অধীনে গঠিত বোর্ড তহবিল;

(ড) 'মহাপরিচালক' অর্থ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের মহাপরিচালক;

(ঢ) 'রিক্রুটিং অফিসার' অর্থ সেনাবাহিনীতে ও নৌবাহিনীতে যথাক্রমে সৈনিক ও নাবিক তালিকাভুক্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বাহিনীর অফিসার এবং বিমান বাহিনীতে বিমান সেনা তালিকাভুক্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এনরোলিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) 'সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য' অর্থ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণ; তবে বাহিনীসমূহের অসামরিক পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ত) 'সাংগঠনিক কাঠামো' অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বোর্ডের জনবল, অভ্যন্তরীণ গঠনব্যবস্থা, কর্মচারীগণের দায়িত্ব, কর্তব্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কর্মবন্টন সম্পর্কিত কাঠামো; এবং

(থ) 'সেবাভোগী' অর্থ কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, উক্ত সদস্যগণের পরিবারের সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় বা চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের পরিবারের সদস্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। বোর্ড প্রতিষ্ঠা

(১) এই আইনের অধীনে 'বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড' নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) এই আইন জারি হইবার পূর্বে বিদ্যমান 'বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড' এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বোর্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিল মোহর থাকিবে।

(৪) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ডের স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ড ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। বোর্ডের প্রধান ও অন্যান্য কার্যালয়

(১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় 'জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড' নামে বোর্ডের শাখা দপ্তর থাকিবে যাহা বোর্ডের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে।

৫। মহাপরিচালক

(১) বোর্ডের ১(এক) জন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি বিধি অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক সশস্ত্র বাহিনী হইতে প্রেষণে নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি ন্যূনতম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বা সমপদবির হইবেন।

(৩) মহাপরিচালক বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং এই আইন ও বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে তিনি দায়িত্ব পালন করিবেন।

৬। মহাপরিচালকের ক্ষমতা

(১) এই আইন ও বিধিতে উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন; যথা-

(ক) বোর্ড এবং বোর্ডের অধীন জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড-এর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি;

(খ) বোর্ড এবং অধীন দপ্তরসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ বদলি, ছুটি, গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদনসহ বোর্ডের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা; এবং

(গ) সরকার কর্তৃক বিধি অনুযায়ী অর্পিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ।

(২) মহাপরিচালকের অনুপস্থিতিতে তাঁহার উপর অর্পিত ক্ষমতা এবং তাহা কর্তৃক সম্পাদিতব্য কোনো কার্য বা বিষয় এতদুদ্দেশ্যে আপাতত ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ডের পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োগ এবং সম্পাদন করা যাইবে।

৭। বোর্ডের জনবল ও কর্মচারী

(১) বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদনের নিমিত্ত বোর্ডে নিম্নরূপে জনবল নিয়োগ করা হইবে; যথা-

(ক) বোর্ডে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের জন্য প্রযোজ্য পদসমূহ সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদর দপ্তর কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যগণ দ্বারা পূরণ করা হইবে; এবং

(খ) বোর্ডের অসামরিক পদসমূহে বিধি অনুযায়ী কর্মচারি নিয়োগ করা হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর দফা (খ)-তে উল্লিখিত অসামরিক পদসমূহে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণকেও নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) বোর্ডের জনবল সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীনে নিযুক্ত কর্মচারীগণের চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। বোর্ডের কার্যাবলি

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে; যথা-

(ক) সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণের স্ব-স্ব বাহিনীর আইনানুযায়ী প্রাপ্য অবসরভাতা ও আনুষঙ্গিক ভাতা প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(খ) সশস্ত্র বাহিনীর চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় কোনো সদস্য অথবা কোনো অবসরপ্রাপ্ত সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে, তাঁহার পরিবারের সদস্যগণের জন্য প্রযোজ্য পারিবারিক অবসরভাতা ও আনুষঙ্গিক ভাতা প্রক্রিয়াকরণ ও প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;

(গ) বোর্ডের তহবিলের আওতায় পরিচালিত মেডিক্যাল ডিসপেনসারির মাধ্যমে সেবাভোগীদেরকে বিনামূল্যে বহির্বিভাগ চিকিৎসা সেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান;

(ঘ) শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম এবং গুরুতর অসুস্থ সেবাভোগীদেরকে বোর্ড তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ঙ) সেবাভোগীদের চিকিৎসার জন্য এবং মৃত্যুজনিত কারণে দাফন-কাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ সাহায্য প্রদান;

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সেবাভোগীদের বোর্ড তহবিল হইতে অনুদান মঞ্জুর;

(ছ) সেবাভোগীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রদান;

(জ) মৃত ও অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অধ্যয়নরত সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;

(ঝ) বিনোদন, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবাভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন এবং ইহা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) সেবাভোগীদের চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, ইহার ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা করা এবং তাঁহাদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা জন্য দেশে বা দেশের বাহিরে কোন হাসপাতাল বা সংস্থার সহিত, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তি সম্পাদন;

(ট) সেবাভোগীদের কর্মক্ষমতা উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সংস্থাসহ দেশে ও বিদেশে তাহাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান;

(ঠ) দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল এবং মানবেতর জীবনযাপনকারী সেবাভোগীদের পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(ড) গৃহহীন, ভূমিহীন ও আশ্রয়হীন সেবাভোগীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারি আবাসন প্রকল্পের আওতায় জমি, প্লট, ফ্ল্যাট বা বাসগৃহ বরাদ্দ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;

(ঢ) দুঃস্থ সেবাভোগীদের স্বাবলম্বীকরণে সহায়তার জন্য Bangladesh Serviceman Charitable Relief Fund হইতে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ণ) প্রতিরক্ষা কলোনীসহ অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পূনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত বোর্ডের অনুকূলে ন্যস্ত সকল ভূমি ও স্থাবর সম্পত্তির যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা এবং ঐ সকল ভূমি হইতে অর্জিত আয় এই আইনের অধীনে কল্যাণমূলক কার্যে ব্যবহার;

ব্যাখ্যা: এই দফায় 'প্রতিরক্ষা কলোনী' বলিতে The Acquisition of Waste Land Act, 1950 (১৯৫০ সালের ১৯ নং আইন)-এর অধীনে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও গাইবান্ধা জেলায় অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পূনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের অনুকূলে ন্যস্ত ভূমি বুঝাইবে।

(ত) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সশস্ত্র বাহিনী সমূহের অনুদানের অর্থে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়ের উৎস সৃজন, পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(থ) Bangladesh Serviceman Charitable Relief Fund হইতে দুঃস্থ সেবাভোগীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(দ) সেবাভোগীদের অসামরিক পরিমন্ডলে অকারণ ও অযৌক্তিক হয়রানি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আইনি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ধ) সেবাভোগীদের কল্যাণে দাতব্য তহবিল গঠন এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা; এবং

(ন) সেবাভোগীদের সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ, আবেদন ব্যবস্থাপনা, সেবার অগ্রগতি ট্র্যাকিং এবং কল্যাণ প্রকল্পসমূহের কার্যকর তত্ত্বাবধানের জন্য বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ এক বা একাধিক জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড কার্যালয়ে সহায়ক (Backup) প্ল্যাটফর্ম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(২) উপবিধি (১)-এ উল্লিখিত কার্যাবলি ছাড়াও বোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে; যথা-

(ক) বাংলাদেশে বসবাসরত ব্রিটিশ সশস্ত্রবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশি নাগরিকগণ এবং তদ্রূপ নাগরিকগণের বিধবা স্ত্রীগণের জন্য Royal Commonwealth Ex-Services League কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক অনুদান হস্তান্তর;

(খ) অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের অবসর পরবর্তী জন্মগ্রহণকৃত সন্তানের সেবাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্তি এবং তাহাদের সশস্ত্র বাহিনীতে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম সংক্রান্ত ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য যাচাইকরণ;

(গ) বাহিনী সমূহ হইতে প্রেরিত কর্মরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের ব্যক্তিগত ও মানবিক কারণে স্বেচ্ছায় চাকরি হইতে অবসর বা অব্যাহতির আবেদনে উল্লিখিত তথ্য যাচাইকরণ; এবং

(ঘ) সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানে দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

(৩) বোর্ড, উপধারা (১) ও (২)-এ উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও সেবাভোগীদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য যে কোনো কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ বা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং এই ধারার অধীনে সকল কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

৯। কেন্দ্রীয় কমিটি

(১) বোর্ড সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইবে;

(ক)	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(খ)	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন প্রতিনিধি (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বা সমপদবির)	- সদস্য
(গ)	সেনাবাহিনী সদর দপ্তরের একজন প্রতিনিধি (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদবির)	- সদস্য
(ঘ)	নৌবাহিনী সদর দপ্তরের একজন প্রতিনিধি (কমডোর পদবির)	- সদস্য
(ঙ)	বিমান বাহিনী সদর দপ্তরের প্রতিনিধি (এয়ার কমডোর পদবির)	- সদস্য
(চ)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
(ছ)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান	- সদস্য
(জ)	অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)	- সদস্য
(ঝ)	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)	- সদস্য
(ঞ)	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)	- সদস্য
(ট)	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (লেজিসলেটিভ বিভাগ)– এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)	- সদস্য
(ঠ)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)	- সদস্য

(ড)	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)	- সদস্য
(ঢ)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)	- সদস্য
(ণ)	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)	- সদস্য
(ত)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব	- সদস্য
(থ)	একজন মেজর বা সম বা তদূর্ধ্ব পদবির সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার (মহাপরিচালক, বিএএসবি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
(দ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড	- সদস্য সচিব

(২) কেন্দ্রীয় কমিটি, সভার উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে, প্রয়োজনে সভার কোনো আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে সহযোজন (Co-opt) করিতে পারিবে।

১০। কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

(১) কেন্দ্রীয় কমিটির সভা প্রতি ছয়মাসে কমপক্ষে ১(এক) বার নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় কমিটির সভার কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

১১। কেন্দ্রীয় কমিটির দিকনির্দেশনা গ্রহণ

(১) বোর্ড, এই আইন কিংবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান এবং বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে সংযোজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, বা বিয়োজনের দ্বারা যে-কোনো সংশোধনের বিষয়ে সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ করিবে।

(২) উপধারা (১) উল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়া বোর্ড, আবশ্যক মনে করিলে অন্য যে-কোনো বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড

(১) অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের সংখ্যার ভিত্তিতে জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড সমূহকে নিম্নবর্ণিত দুইটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হইবে; যথা-

(ক) ‘ক’ শ্রেণি – যে সকল জেলায় অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা পাঁচ হাজার বা তদূর্ধ্ব; এবং

(খ) ‘খ’ শ্রেণি – যে সকল জেলায় অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা পাঁচ হাজারের নিম্নে।

(২) সন্নিহিত দুই বা ততোধিক জেলায় বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের সম্মিলিত সংখ্যা দুই হাজারের নিম্নে হইলে, দূরত্বের স্বল্পতা, যোগাযোগের সুব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনায় সরকারের নিকট যথাযথ প্রতীয়মান হইলে সেই সকল জেলার জন্য যৌথভাবে একটি জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড পরিচালনা করা যাইবে; এবং সেইক্ষেত্রে সরকার যাহা যুক্তিসংগত মনে করিবে সেই জেলায় জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড কার্যালয় স্থাপিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্তরূপ যৌথভাবে পরিচালিত জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড-এর ক্ষেত্রে জেলা সমূহের অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের সম্মিলিত সংখ্যা দুই হাজার অতিক্রম করিলে যেই জেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য অবস্থান করিবে সেই জেলার জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড গঠন করা যাইবে।

(৩) জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড পরিচালনার দায়িত্ব একজন পরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের শ্রেণি অনুযায়ী পরিচালকের পদবি নিম্নরূপ হইবে; যথা-

(ক) 'ক' শ্রেণি – সশস্ত্র বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল/মেজর অথবা সমপদবির অফিসার।

(খ) 'খ' শ্রেণি – সশস্ত্র বাহিনীর মেজর বা সমপদবির অফিসার।

(৪) পরিচালক পদে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে।

১৩। জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের কার্যাবলি

প্রতিটি জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড স্ব-স্ব দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মধ্যে বোর্ড কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

১৪। জেলা কমিটি

(১) বোর্ড কর্তৃক জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডকে অর্পিত দায়িত্ব সূচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি জেলা কমিটি গঠিত হইবে; যথা-

(ক)	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
(খ)	রিক্রুটিং অফিসার (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী)	- সদস্য
(গ)	জেলা পুলিশ সুপার	- সদস্য
(ঘ)	জেলা সিভিল সার্জন	- সদস্য
(ঙ)	জেলা শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
(চ)	জেলা নির্বাচন অফিসার	- সদস্য
(ছ)	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	- সদস্য
(জ)	সহকারি পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়	- সদস্য
(ঝ)	সচিব, জেলা পরিষদ	- সদস্য
(ঞ)	পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি)	- সদস্য
(ট)	জেলা সরকারি কৌঁসুলি (জিপি)	- সদস্য
(ঠ)	অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য প্রতিনিধি হিসাবে একজন অফিসার ও তদনিম্ন পদবির তিনজন সদস্য (পরিচালক, জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
(ড)	পরিচালক, জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড	- সদস্য সচিব

(২) জেলা কমিটি, সভার উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে, প্রয়োজনে সভার কোনো আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে সহযোজন (Co-opt) করিতে পারিবে।

১৫। জেলা কমিটির সভা

(১) জেলা কমিটির সভা প্রতি ৬(ছয়) মাসে কমপক্ষে ১(এক) বার নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) জেলা কমিটির সভার কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) জেলা কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

১৬। বোর্ডের বাজেট বরাদ্দ এবং নিরীক্ষা

(১) বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের রাজস্ব, উন্নয়ন বা অন্য কোনো খাত হইতে বাজেট বরাদ্দ করা হইবে।

(২) জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপরিউক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রতিটি জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের অনুকূলে উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে বোর্ড ও জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ অনুমোদিত তপশিলি ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী উত্তোলন, ব্যয় নির্বাহ ও হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৪) কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স কর্তৃক গঠিত পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে বোর্ড এবং সকল জেলা সশস্ত্রবাহিনী বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের বাৎসরিক নীরিক্ষা পরিচালিত হইবে।

১৭। আর্থিক প্রতিবেদন

প্রতি অর্থ বৎসর শেষে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলি ও ব্যয়ের বিবরণ সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করিতে হইবে।

১৮। তহবিল গঠন ও পরিচালনা

(১) সেবাভোগীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বোর্ড কর্তৃক বোর্ড তহবিল গঠন করা যাইবে।

(২) বোর্ড তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে; যথা-

(ক) সরকার ও আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) বোর্ডের সম্পত্তি ও নিজস্ব আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(গ) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(ঘ) সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সদর দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) সশস্ত্র বাহিনীসমূহের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) দেশি বা বিদেশি দাতা, দূতাবাস, ব্যক্তি ও সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ছ) সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য যে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং,

(জ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিধি অনুযায়ী বোর্ড তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৪) বোর্ড তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা বা ঋণ প্রদানের সীমা, প্রক্রিয়া ও শর্তাবলি এবং তহবিলের নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ও পরিচালিত হইবে।

(৫) বোর্ড তহবিলের অর্থ অনুমোদিত তপশিলি ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

১৯। কল্যাণমূলক কার্যক্রম স্থগিতকরণ

মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো সেবাভোগীর অনুকূলে এই আইনের অধীনে কল্যাণমূলক সুবিধাদি প্রদান সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিত রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন; যথা-

(ক) কোনো সেবাভোগী রাষ্ট্রদ্রোহিতা অথবা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধে কোনো ফৌজাদারি আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে; এবং

(খ) কোনো সেবাভোগী বোর্ড বা জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডে ধারা ৭-এর অধীনে নিযুক্ত কর্মচারির সহিত তাঁহার বৈধ দাপ্তরিক কর্ম সম্পাদনে অন্যায্য প্রভাব খাটাইবার লক্ষ্যে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনোরূপ অসদাচরণ করিলে বা অসৌজন্যতা প্রদর্শন করিলে।

২০। কর হইতে অব্যাহতি

সরকার আদেশ দ্বারা বোর্ড তহবিলকে যে-কোনো আইনের অধীনে আরোপযোগ্য বা আরোপিত কর, রেইট বা ডিউটি অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

২১। বিনিয়োগ ও ঋণ গ্রহণ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে, বোর্ড

(ক) বোর্ড তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিবে; এবং

(খ) বোর্ড তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২২। চুক্তি

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে, বোর্ড চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২৩। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি

(১) বোর্ডে প্রেষণে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত অভিযোগ স্ব-স্ব বাহিনীর আইনের অধীনে নিষ্পত্তি হইবে।

(২) বোর্ডের অসামরিক পদে নিযুক্ত কর্মচারিগণের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত অভিযোগ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন)-এর অধীনে নিষ্পত্তি হইবে।

২৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজকর্মের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে সেইজন্য সরকার, বোর্ড এবং বোর্ডের অধীনস্থ কোনো দপ্তর বা কোনো কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। রহিতকরণ ও হেফাজত

(১) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ তারিখে জারিকৃত Constitution of the Armed Services Organization রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের গঠনতন্ত্র, প্রচলিত বিধি ও নির্দেশনাবলি অনুসারে গৃহীত সকল কার্যক্রম, উপধারা (১)-এর অধীনে রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত উক্ত গঠনতন্ত্র, বিধি ও নির্দেশনাবলি অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম এমনভাবে কার্যকর থাকিবে, যেন সেইগুলি রহিত হয় নাই।

(৩) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের গঠনতন্ত্র, প্রচলিত বিধি ও নির্দেশনাবলি উপধারা (১)-এর অধীনে রহিতকরণ সত্ত্বেও, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান জারি না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্য না হওয়া সাপেক্ষে এবং এই আইনে বিধৃত হয় নাই কিন্তু রহিতকৃত গঠনতন্ত্রে ছিল এইরূপ বিধান এবং অন্যান্য নির্দেশিকার কার্যকারিতা বলবৎ থাকিবে।

২৮। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

----------X----------